বিদ্যাসাগর ও বাংলাদেশ এবং

বিদ্যাসাগর ও বাংলাদেশ এবং

তরুণ মুখোপাধ্যায়

বিদ্যাসাগর ও বাংলাদেশ এবং
তরুণ মুখোপাধ্যায়

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২১

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ডা. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

গ্রন্থস্বত্ব
ঋতম মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স ১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য : ১৭৫ টাকা

Vidyasagar O Bangladesh Ebong (Vidyasagar and Bangladesh & Others), by Dr. Tarun Mukhopadhyaya Published By Kobi Prokashani 85 Concord Emporium 253-254 Dr. Kudrat-E-Khuda Road Kantabon Dhaka 1205 First Edition: March 2021
Cell: +8801717217335 Phone: 02-9668736 (bkash) +88-01641863570
Price: 175 Taka RS 175 US 8 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: www.kobibd.com

ISBN: 978-984-95196-9-0

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

মনস্বী বিনয় ঘোষ, স্মরণে ও শ্রদ্ধায়
এবং
ড. স্বরোচিষ সরকার
ড. তপন বাগচী
সাহিত্য সংস্কৃতি ও শিক্ষা জগতের দুই কৃতী পুরুষের করকমলে

ভূমিকা

'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ' একথা বিদ্যাসাগরকেই বলা যায়। তিনি শুধু বিদ্যার সাগর বা করুণাসাগর নন, তিনি কবির ভাষায় 'অদ্বিতীয় বিদ্যাসাগর'। সমগ্র বঙ্গদেশ তাঁর স্মৃতিচিহ্নিত। বীরসিংহের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে মহানগরী—তাঁর পথ চলা দৃপ্ত পায়ে, সুদীপ্ত প্রত্যয়ে। তথাকথিত ঈশ্বর, ধর্মাচরণে তাঁর কোনোরকম আগ্রহ ছিল না। শুধু মানুষই তাঁর আরাধ্য; বাবা ও মা-ই তাঁর ঈশ্বর। আমৃত্যু মানবসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেও মানুষটি পেয়েছিলেন নিন্দা-অপমান-কুৎসা। অভিমানে চলে যান কর্মাটাড়ে—সরল সাঁওতালদের কাছে। যারা লেনদেনে বিশ্বাসী নয়। যারা ভালোবাসতে জানে। অনেক অভিজ্ঞতায় ও আঘাতে আঘাতে বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করেছিলেন, এই দেশের উন্নতি সহজে হবে না। সাত হাত মাটি খুঁড়ে নতুন জমিতে নতুন মানুষের চাষ করতে হবে। আজও আমরা সেই মানবজমিন চাষ করতে পারিনি। সোনার ফসল তাই অধরা থেকে গেছে। নতুন মানুষ আজও ভবিষ্যতের গর্ভে।

তবু বিদ্যাসাগর-চর্চা থামালে আমাদের চলে না। তাঁকে নিরন্তর স্মরণে-মননে রেখে আমরা উজ্জীবিত হতে পারি। নিজেদের ভুল-ত্রুটি বুঝে নিতে পারি। বিদ্যাসাগর-দর্পণে নিজেদের দেখা তাই জরুরি। মহৎ যদি নাও হই, মহাজীবনের কথা আলোচনায় চিত্তশুদ্ধি ঘটবে। মনে রাখা দরকার, তিনি অন্নদাতা পিতার মতো আমাদের শিক্ষাদাতা। আমাদের বর্ণপরিচয় তাঁর হাত ধরেই। তিনি বাংলা গদ্যের প্রধান শিল্পীও। শিল্পিত গদ্যের জনক।

"বিদ্যাসাগর ও বাংলাদেশ এবং" গ্রন্থে কুড়িটি রচনার মধ্যে আমি সেই জানা-অজানা বিদ্যাসাগরকে দেখতে ও দেখাতে চেয়েছি। বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বা যোগাযোগ নিয়ে কিছু সংশয় আর বিতর্ক আছে। সে-বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনা করেছি। যোগ্য গবেষকরা এ নিয়ে আশা করি ভবিষ্যতে আলোকপাত করবেন। বিদ্যাসাগর নিয়ে শেষকথা বলার সামর্থ্য আমার নেই। এ শুধু গোষ্পদে আকাশ দেখার চেষ্টা। কবি, গীতিকার ও প্রাবন্ধিক তপন বাগচীর আনুকূল্যে এই বই প্রকাশ সম্ভব হলো। তাঁকে শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। ধন্যবাদ জানাই ঢাকা-র কবি প্রকাশনীকে। বিশেষত কবি ও চলচ্চিত্রকার সজল আহমেদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই এ গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য। কবি ও শিল্পী মোস্তাফিজ কারিগরের আঁকা প্রচ্ছদপট এ-গ্রন্থের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। আমার হস্তাক্ষর থেকে বর্ণবিন্যাস করার জন্য মোবারক হোসেনের প্রতি রইল শুভকামনা। কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে পাঠকেরা আমায় মার্জনা করবেন।

১ জানুয়ারি, ২০২১
চন্দননগর, ঝাপানতলা, হুগলি
চলভাষ: ৯৮৭৪৬২৩৭৩৬

তরুণ মুখোপাধ্যায়
প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

বিদ্যাসাগর ও বাংলাদেশ ১১
অন্য বর্ণপরিচয় ও বাংলাদেশ ১৩
চন্দননগর ও বিদ্যাসাগর ১৭
হুগলি ও বিদ্যাসাগর ২২
বর্ধমান ও বিদ্যাসাগর ২৬
মুর্শিদাবাদ ও বিদ্যাসাগর ৩১
বিদ্যাসাগর ও মুসলমান ৩৪
সাংবাদিক বিদ্যাসাগর ৩৭
বাঙালির বিদ্যাসাগর-চর্চা ৪০
দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ ও বিদ্যাসাগর ৪৫
বিদ্যাসাগর উপাধি রহস্য ৫৩
বিদ্যাসাগর ও প্রেসিডেন্সি কলেজ ৫৬
বিদ্যাসাগর ও সাঁওতাল ৫৯
আস্তিক বিদ্যাসাগর ৬২
বিদ্যাসাগরের কান্না ৬৫
অপমানিত বিদ্যাসাগর ৬৯
বিদ্যাসাগরের চটি ৭৪
বিদ্যাসাগর বিদূষণ ৭৮
অদ্বিতীয় বিদ্যাসাগর : কাব্যালেখ্য ৮১
বিদ্যাসাগর : নানা চোখে দেখা ৮৫

বিদ্যাসাগর ও বাংলাদেশ

কলকাতার দৈনিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রতিবেদন (২৮ মার্চ, ১৮৭২)

> বহু বিবাহ নিবারণের উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় ঢাকায় যাইবেন। বিক্রমপুরে বহু কুলীনের বাস। সম্ভবত এ বিষয়ে মতামত গ্রহণই তাঁর উদ্দেশ্য (সূত্র : করুণাসাগর বিদ্যাসাগর/ ইন্দ্রমিত্র)।

এখন অনেকেই জানতে চান ঢাকা তথা অধুনা বাংলাদেশে বিদ্যাসাগর আদৌ গিয়েছিলেন কি না। এর স্পষ্ট উত্তর নেই। যদিও মোহাম্মদ আবদুল হাই 'বাংলাদেশে বিদ্যাসাগরচর্চা' প্রবন্ধে দাবি করেছেন, বিদ্যাসাগর নানা উপলক্ষে ঢাকা, বরিশাল, নাটোর ও যশোরে এসেছিলেন। কোনো তথ্যনির্ভর প্রমাণ দাখিল করেননি। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক স্বরোচিষ সরকারের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য পাই,

> এ অঞ্চলে বিদ্যাসাগরের আগমন সম্পর্কে যে সামান্য ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তা তথাকথিত 'ভদ্রলোক শ্রেণী'র গণ্ডি অতিক্রম করে না।
>
> (বাংলাদেশের বিদ্যাসাগরের উত্তরাধিকার)

তবে অধ্যাপক সরকার মানেন, 'বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার হিন্দু সমাজকেন্দ্রিক হয়েও বাঙালি মুসলমান সমাজ তার দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।'

বিধবা বিবাহ প্রচলনকে বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম বলেছিলেন। এর পাশে বহু বিবাহ প্রথা রদ করতেও উদ্যোগী হন। লেখেন 'বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' গ্রন্থ। যার বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। পরিহার করে বলেছিলেন,

> বহুবিবাহরূপ রাক্ষসবধের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় মহারথীকে ধৃতাস্ত্র দেখিয়া, অনেকেই ডন্‌কুইক্সোটকে মনে পড়িবে।
>
> (বহুবিবাহ)

নিতান্ত নাবালিকা অবস্থায় পতিহারা মেয়েদের দুরবস্থা দেখে কাতর হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। অন্যদিকে এক ব্রাহ্মণের একাধিক পত্নী গ্রহণে নারীর অমর্যাদা ও

অনাদর লক্ষ করেছিলেন। কে কত পত্নীর পতি, বিদ্যাসাগর তা অনুসন্ধান করে তার তালিকা প্রস্তুত করেন। এ বিষয়ে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থ সাক্ষ্য দেয়। যেমন, হুগলি জেলায় ৮৬টি গ্রামের ১৯৭ জন কুলীন ব্রাহ্মণ ১,২৮৮ জন নারীকে বিবাহ করেছিলেন। জনাই গ্রামের ৬৪ জন কুলীন ১৬২টি নারীকে বিবাহ করেন। অন্যদিকে, বিক্রমপুরে, বরিশাল, ঢাকা, ফরিদপুরে বহুবিবাহকারীর সংখ্যা ৬৫২। বিবাহিত পত্নীর সংখ্যা ৩৫৮ জন। বরিশাল জেলার কলসকাঠি গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৫৫ বৎসর বয়সের মধ্যে ১০৭ জন নারীকে বিবাহ করেছিলেন। এই পরিসংখ্যান জানার পরে স্বভাবতই বিদ্যাসাগর বিচলিত হন এবং তৎকালীন পূর্ববঙ্গে যেতে সম্মত হন। বহুবিবাহ রোধের জন্য ঢাকার জমিদার রাজমোহন রায় গভর্নমেন্টের কাছে আবেদন করেছেন, খবর পেয়েছিলেন।

অধুনা বাংলাদেশে তাঁর সংস্কারকর্মের পক্ষে বেশ কিছু মানুষ সহায় ছিলেন, তাও জানা যায়। সরকারের কাছে বারবার বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ রোধের জন্য আবেদন করেছেন। চেয়েছেন আইন জারি হোক। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা এজন্য লেখে, "Pundit Eswar Chunder Vidyasagar, for the restrietiew of the abuses of Koolin Polygamy." (১৮৬৬ সাল ২৬ মার্চ)। জানা যায় ময়মনসিংহ থেকেও তিনশো ব্যক্তি সরকারের কাছে এই বহুবিবাহ বন্ধ করার জন্য আবেদন করেছিলেন। একথা জানতেন বিদ্যাসাগর। ভাওয়ালের রাজা কালীনারায়ণ রায়কেও তিনি চিঠি লেখেন। বলেন, 'তাঁকে ঢাকায় একটি বিবাহ সভায় যেতে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় অনুরোধ করেছেন রাজার কথায়।' তাই বিদ্যাসাগর সরাসরি রাজার 'অভিপ্রায়সূচক পত্র' চান এবং জানান, 'পত্র পাইলে, আমার তথায় যাইতে সাহস হইবেক না' (১৯ পৌষ, ১২৮২ সাল)। সরকারি আইন পাস না হওয়ায় তিনি আশাহত হন। এজন্যই আর বাংলাদেশে যেতে উৎসাহ পাননি। তবে পরোক্ষ তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। দেশের শিক্ষাবিস্তারের জন্য বহু স্কুল তিনি স্থাপন করেন। হার্ডিঞ্জও যে 'পাঠশালা' চালু করেন, বাংলাদেশে তা ছিল 'বঙ্গবিদ্যালয়'— এর উদ্যোগ বিদ্যাসাগরের। তাই ঢাকায় পনেরটি, যশোরে উনিশটি, চট্টগ্রামে আটটি পাঠশালা স্থাপিত হয়েছিল। সুতরাং সংস্কারক ও শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর বাংলাদেশের জন্য ভাবেননি, বলা যাবে না।

অন্য বর্ণপরিচয় ও বাংলাদেশ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কি কখনো পূর্ববঙ্গে (অধুনা বাংলাদেশ) গিয়েছিলেন? মোহাম্মদ আবদুল হাই 'বাংলাদেশে বিদ্যাসাগরচর্চা' প্রবন্ধে দাবি করেছেন, কোনো একসময় বিদ্যাসাগর নাকি নানা উপলক্ষে বরিশাল, যশোর, ঢাকা ইত্যাদি স্থানে গিয়েছিলেন। এই তথ্য যথার্থ কিনা আজো প্রমাণিত হয়নি। তবে বাংলাদেশে তিনি যে পঠিত ও অনুসৃত হয়েছিলেন, এটা সত্যি। সেই সঙ্গে এটাও বাস্তব, হিন্দু ব্রাহ্মণের সন্তানকে মুসলিমরা কেউ কেউ সহজ মনে গ্রহণ করেননি। আবূ তালিব (আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাষা গ্রন্থ), গোলাম মোস্তফা, মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। কাজী দীন মুহম্মদ আবার বিদ্যাসাগরকে 'পিতামহ' আখ্যা দিয়েছিলেন। আর জুলফিকার মতিন বলেছিলেন, 'আমাদের জাতীয় জীবনে বিদ্যাসাগরকে আদর্শ পুরুষ ভাবার কোনো বিকল্প নেই।' ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলনের পরে বাংলাদেশে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বিদ্যাসাগরকে নিয়ে প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনার জোয়ার আসে।

অবশ্য এটাও দেখা যায়, বিদ্যাসাগর কেন হিন্দুদের কথাই বললেন, মুসলমানেরা উপেক্ষিত হলেন? এমন প্রশ্নও দেখা গেল। কবি গোলাম মোস্তফার বিদ্রূপ–

> বাংলা ভাষাকে মুসলমান করা হয় নাই বলিয়া বাঙালী মুসলমানও খাঁটি মুসলমান হয় নাই।...
>
> (মাসিক মোহাম্মাদী, ১৯২৮ খ্রি.)

মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরীর অভিযোগ ছিল,

> বিদ্যাসাগর আরবীর বদলে দেবনাগরী বর্ণ সঙ্কেতের প্রচলন করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে হিন্দুয়ানী পৌত্তলিক আদর্শ স্থাপন করিলেন। (ঐ/১৯৩০)

আবদুল হাই অবশ্য বিদ্যাসাগর-অনুরাগী। তাঁর গদ্যে তিনি দেখেছেন,

> 'ক্ল্যাসিকাল মহিমা এবং শ্রীময় গাম্ভীর্য।' আর 'তাঁর অনমনীয় কঠোর পৌরুষের অন্তরালে প্রবাহিত ছিল একটি করুণার স্রোতস্বতী'।

আহমদ শরীফ তাঁর "বিদ্যাসাগর : দ্রোহ ও মানবতাবাদ" শীর্ষক দীর্ঘ রচনায় বিদ্যাসাগরের নানা ভূমিকা ব্যাখ্যা করেছেন। সেই সঙ্গে কেন তিনি মুসলমানদের প্রসঙ্গে নীরব ছিলেন, তারও যুক্তি দিয়েছেন। শ্রী শরীফের মতে, উনিশ শতকের সমাজে বর্ণহিন্দুরাই প্রাধান্য পেতেন। শিক্ষা, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও মুসলমানেরা ছিলেন উচ্চবর্ণ হিন্দুসমাজের পিছনে। বিদ্যাসাগরের সমসময়ে নওয়াব আবদুল লতিফ প্রমুখ একদিকে উর্দুভাষী ও মুসলিম শিক্ষা-পদ্ধতি নিয়ে দোলাচল-চিত্ত। এজন্য আহমদ শরীফের মনে হয়েছে, যাঁরা মাতৃভাষারূপে উর্দু চান, বাংলা ভাষাকে যাঁরা নিচুতলার মুসলমানদের ভাষা ভাবেন, আরবি-ফার্সি মিশ্রিত বাংলা ভাষার প্রচলনে দাবি জানান—

> এমনি অবস্থায় বিদ্যাসাগরের পক্ষে মুসলমানের জন্যেও বাঙলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা-প্রয়াস সম্ভব ছিল না, তাঁর সে অধিকারই ছিল না। (দ্র. বাংলাদেশে বিদ্যাসাগর চর্চা, প্রথমা রায়মণ্ডল সম্পাদিত, বিশ্বকোষ পরিষদ)

কী হিন্দু, কী মুসলমান সকল বালকেরই প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হতো বর্ণপরিচয় থেকে। যদিও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা'-ও এর পাশে স্থান পেয়েছিল। কিন্তু ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিমসমাজ, অন্য বর্ণপরিচয় রচনার আগ্রহ দেখা গেল। এগিয়ে এলেন সুখ্যাত সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১)। তিনি উদার ও অসাম্প্রদায়িক মানুষ। 'বিষাদসিন্ধু' (১৮৮৫) তাঁর অতুলনীয় সাহিত্যসৃষ্টি যা জাতিধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে সব পাঠকই পড়েন। তবু তিনিই 'মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা' (১৩১০/১৯০৩) নামে বই লিখলেন। প্রথম ভাগের বিজ্ঞাপনে তাঁর মনোভাব স্পষ্ট—

> বঙ্গে বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবার পুস্তক যথানিয়মে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও আমি যে এই ১ম শিক্ষা পুস্তক প্রকাশ করিতেছি অবশ্যই ইহার কোনো কারণ আছে।

তিনি ব্যাখ্যা দেননি। বোঝা যায়, আরবি-ফার্সি যুক্ত বাংলাভাষা প্রচলনে তিনি আগ্রহী। যেজন্য শিশুদের পিতামাতা, অভিভাবকদের কাছে তাঁর বিনীত প্রার্থনা—

তাঁহারা স্ব স্ব সন্তান সন্ততিগণের বাংলা শিক্ষা সম্বন্ধে এই মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা পুস্তক বাটিতে পাঠ করিবার অনুমতি করিলে, আমাদের উদ্দেশ্য সফল ও পরিশ্রম সার্থক হইতে পারে।

এক আনা মূল্যের বইটি সুপ্রচারিত ও বিক্রিত হয়েছিল, জানা যায়। যদিও কালোত্তরে এই বই তার গুরুত্ব হারিয়ে এখন শুধু প্রত্ননিদর্শন।

মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুপাঠ' বালক-মনে নীতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে আগ্রহ জাগায়। বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' শিশুমনে সুনীতি ও লেখাপড়ার মূল্য সম্পর্কে সজাগ করে। মীর মশাররফ সেক্ষেত্রে মুসলমান বালকদের ধর্মে ও ঈশ্বরে দীক্ষা দিতে চান। অবশ্য নীতি ও কর্তব্য বিষয়েও সচেতন করেন। প্রথম ভাগের সূচনায় মশাররফ লিখেছেন—

আল্লা এক।
আল্লা সকলের বড়।
আল্লার কোনো দোষ নাই। কোনো বদনাম নাই।
তাঁহাতে ভাল ছাড়া মন্দ নাই। আল্লার মতো কেহ নাই।
তাঁহার মা-বাপ নাই। তিনি সকলকে পয়দা করিয়াছেন।
তিনি সকলকে খোরাক দেন, ইত্যাদি।

এরপর সৃষ্টিরহস্যের মূলে আল্লার কেরামতি বর্ণনা করেছেন—

তাঁর ইচ্ছায় দিন ও রাত্রি, ধনী ও গরিব, সুস্থ ও অসুস্থ হয়। সেই এক আল্লহতালার হুকুমে সকল জিনিস হইয়াছে। তিনিই সকলের মালিক।

তৃতীয় পাঠে আল্লার মহত্ত্ব, করুণা বর্ণনা করে লিখেছেন—

তিনি মেহেরবান। তাই আমাদের সকলের উচিত মনের সহিত তাঁহাকে ভালোবাসি। ভক্তি করি, প্রশংসা করি। খোসনাম করি। সুখ্যাতি করি। সকল সময় তাঁহাকে মনে রাখি। তাঁহার হুকুম মতো চলাফেরা করি।

বাংলাভাষার সঙ্গে আরবি-ফারসি-উর্দু ভাষার মিশ্রণ লক্ষণীয়।

চতুর্থ পাঠে তাঁর গদ্যে এসেছে গীতলতা, যদিও মুসলমানি আবহ ছাড়েননি।

তুমি মুসলমান।
টুপী নাই কেন?

খালি মাথা ছি ছি—
চাদর আর ধুতি।
হরিবাবুর নাতি
পায়জামা চাপ্‌কান
হয় সেখ্ নয় পাঠান।

এছাড়াও 'উপদেশ' শিরোনামে প্রচুর বাণী উৎকীর্ণ করেছেন।

১. কোরান শরিফ আল্লার 'কালাম' (কথা) সকল সময় পড়িও।
২. মা বাপের কথা মান্য করিও।
৩. যাঁহারা তোমার বয়সের বড়, তাঁহাদিগকে খুব মান্য করিও।
৪. সত্য ছাড়া মিথ্যা বলিও না।
৫. মিথ্য বলা বড় দোষ। বড়ই পাপের কার্য্য।
৬. কখনো উলঙ্গ হইও না।
৭. 'শারার' বিপরীত কোনো কার্য্য করিও না।
৮. কাহারও চুগলি খাইও না। কাহারও দোষের কথা অন্যের নিকট কহিও না।
৯. নামাজ রোজায় কখনি অবহেলা করিও না।
১০. নামাজ রোজ করিলে আল্লাতালার ভালোবাসা লাভ করা যায়।

এইসব হিতোপদেশের পাশে বিদ্যাসাগরের অনুসরণে মশাররফ পঞ্চম পাঠ 'উত্তম বালক'-এর গল্প লিখেছেন—যে বর্ণপরিচয়ের 'সুবোধ' বালক গোপালের প্রতিরূপ। আর আছে ওসমান আর রমজান নামে দুজনের কথা। যারা মৌলবীর কাছে আম্‌পারা হাতে ধর্ম শিক্ষা নিতে যায়। বেশ কিছু ইসলামি শব্দ এখানে তিনি ব্যবহার করেছেন। যেমন, দরবেশ, নামাজি, সুরা, সালাম, কেতাব। মদনমোহনের 'পাখি সব করে রব' অনুসরণে লেখেন,

'আল্লার নাম করি সবে ফজরে উঠিবে
মুখ ধুয়ে অজু করে নামাজ পড়িবে।'...

'বর্ণপরিচয়'-এর বিপরীতে এ যেন এক অন্য বর্ণপরিচয় পাঠের প্রচেষ্টা মনে হয়।